প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

নভেম্বর/২০২০

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ১০টি এবং নির্দেশনার সংখ্যা ৬০টি। উক্ত ১০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে বর্তমানে ১০টি প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়নাধীন। ৬০টি নির্দেশনার মধ্যে ইতিমধ্যে ৩২টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২৮টি নির্দেশনা বতর্মানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-১)**	৩০/৬/২০১২ খ্রি.	• প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্প পার্ক টাঙ্গাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে প্রাথমিকভাবে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং "বিসিক শিল্প পার্ক, টাংগাইল (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮ জুন ২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ২৯৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ১২০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২৮৬৫.১৫ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৭৭%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :** ▪ প্রকল্পের মাটি ভরাটের কাজ ১০% সম্পন্ন হয়েছে। ▪ গাছপালা নিলামে বিক্রির জন্য ২৮-০৬-২০২০ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি এবং কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) প্রাদুর্ভাব জনিত কারণে অংশগ্রহণকারী না পাওয়ায় পুনরায় ১৫-০৯-২০২০ তারিখে নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় । উক্ত পুন:নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর ৩টি দরপত্র পাওয়া গেছে এবং দরপত্র মূল্যায়ন শেষে ২৭-০৯-২০২০ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ০৮-১০-২০২০ তারিখে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে সাইট বুঝে দেওয়া হয়েছে। গাছকাটা শেষ হওয়ার পর মাটি ভরাট কাজ পুনরায় শুরু করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। • শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে আসবাবপত্র ক্রয়, রিটেনিং ওয়াল, অফিস ভবন এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করার লক্ষ্যে টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুতসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান আছে।	বিসিক
০২.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ	২২/০২/২০১১ খ্রি.	‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় আধুনিক ও টেকসই পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২০ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৯০.৪৫ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৫৮.৩০% এবং বাস্তব ৯৯%।	বিএসইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে **(প্রতিশ্রুতি নং-২)**		জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে। ‡ এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য “Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত	**<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত পরামর্শক কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রণীত মূল প্রকল্পের ডিপিপি'র ওপর গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প যাচাই কমিটি'র সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের প্রস্তাব ১৫/০৪/২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ১১/১১/২০২০ তারিখে প্রকল্পের জনবল অনুমোদনের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী Resettlement plan ও Configuration of the approach channel & design এবং Master plan তৈরীপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে গত ১৯/১১/২০২০ তারিখ হতে সার্ভের কাজ শুরু করা হয়েছে।	
০৩.	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ **(প্রতিশ্রুতি নং-৩)**	২৫/০২/২০১২ খ্রি.	‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ‘কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে। ‡ জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দরের অনাপত্তি পাওয়ার জন্য পায়রা বন্দর ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান করা হয় এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ৩১.০১.১৯ তারিখে পাওয়া গেছে। ‡ প্রস্তাবিত জমির CS, RS, BS পর্চা ও জমির তথ্য জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী-এর কার্যালয় হতে	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন ৬-১০-২০১৯ তারিখে দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনের ওপর ১৪-১১-২০১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবেদনটি সংশোধন করে ১০-১২-২০১৯ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়াও নেদারল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের সংস্থা Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম এবং বিএসইসি’র মধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত সমঝোতা স্মারক গত ১৪/০১/২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম কর্তৃক কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি বিধায় স্বাক্ষরিত MoU এর মেয়াদ আগামী ১৪/০১/২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। MOU অনুযায়ী দ্রুততম সময়ের মধ্যে Feasibility Study সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Gentium-Damen কনসোর্টিয়ামের প্রতিনিধির সাথে সর্বশেষ গত ৪/১১/২০২০ তারিখ মাইক্রোসফট টিম কলের মাধ্যমে মিটিং করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১৮/১১/২০২০ তারিখ পত্রের মাধ্যমে বিএসইসিসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা-কে Center for Research and Rural Development (CRRD) নামক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-কে তথ্য/ডাটা সংগ্রহ ও প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ।	বিএসইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			সংগ্রহ করা হয়েছে। ‡ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।		
০৪.	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-৪)**	১৮/০২/২০১২ খ্রি.	■ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে ১০.০০ একর জমি নিয়ে ২৩৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২	‡ ২০-০১-২০২০ তারিখে ডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে ২৩-০৩-২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রেরিত পত্রে সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী লাল শ্রেণিভুক্ত প্রকল্প হওয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থানগত ছাড়পত্র সন্নিবেশনের কথা উল্লেখ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের **Environmental Impact Assessment (EIA)** সম্পাদনের অনুমোদন গ্রহণ করা হয় এবং EIA সম্পন্ন করে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০২-১১-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে বর্তমানে উক্ত পুনর্গঠিত ডিপিপি পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	বিসিক
০৫.	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা **(প্রতিশ্রুতি নং-৫)**	২৪/১১/২০১১ খ্রি.	• প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার কচুয়াডোল - ললিতাহার মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে “রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২” শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১৭২৭০.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ১৮০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৯৭৩.২৫ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৫২%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** ▪ ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ▪ মাটি ভরাট কাজ ১০% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কনসাল্ট্যান্ট নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ▪ বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজের Soil Test হয়ে গেছে এবং পাইলিং এর কাজ চলছে। ▪ আরসিসি ড্রেন ও বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজের টেন্ডার ০৬-১০-২০২০ তারিখে ইজিপিতে আহ্বান করা হয়েছে। ০৮-১১-২০২০ তারিখে টেন্ডার উন্মুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে মূল্যায়ন কাজ চলছে। ▪ এছাড়া অবশিষ্ট সকল নির্মাণ কাজ যথাঃ অফিস ভবন, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার, গেইট, রাস্তা, ডিপ টিউবওয়েল, পানির পাইপ লাইন, সোলার প্যানেল ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজের টেন্ডার ই-জিপিতে আহ্বানের জন্য টেন্ডার ডকুমেন্টস প্রস্তুতের কাজ চলছে।	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০৬.	সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা **(প্রতিশ্রুতি নং-৬)**	০৯/০৪/২০১১ খ্রি.	■ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগ্রাম, টালটিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান। মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২১	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৭১৯৪৫.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৬৬০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৪৭৩৮.৮৬ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৩৪%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</u>** ■ প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ চলছে এবং মাটি ভরাট কাজের ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। ■ প্রকল্পের বাউন্ডারি ওয়াল ও লেক রিজার্ভার নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণ কাজের জন্য ইতোমধ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ■ প্রকল্পের কনসাল্ট্যান্ট নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ■ প্রকল্পের অফিস ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডার ২৭-১০-২০২০ তারিখে এবং ড্রেন নির্মাণ কাজের টেন্ডার ২৮-১০-২০২০ তারিখে ইজিপিতে আহ্বান করা হয়েছে।	বিসিক
০৭.	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুকরণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ **(প্রতিশ্রুতি নং-৭)**	০৫/৩/২০১১ খ্রি.	**<u>(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম):</u>** বন্ধ ঘোষিত খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অব্যবহৃত ৫০ একর জমি নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২০০ (দুই শত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয় ৫৮৬.৫২ কোটি টাকার মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরে ৫০ একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে রেজিষ্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য, নওপাজেকো এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একর জমি এবং খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি. এর জমি একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জমি। উক্ত জমির মধ্যে ৫.২৬ একর জমিতে ১৫,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা	**(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম):** ● কেএনএমএল এবং নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লি. (নওপাজেকো) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক মোট ৫৮৬.৫২ কোটি টাকা কেএনএমএল-কে নওপাজেকো কর্তৃক পরিশোধ করবে। ইতিমধ্যে নওপাজেকো ২৫৪.৪২ কোটি (দুইশত চুয়ান্ন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করেছে। অবশিষ্ট ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ সাপেক্ষে কেএনএমএল কর্তৃক উক্ত ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে চূড়ান্তভাবে রেজিষ্ট্রেশন সম্পাদন করার বিষয়টি স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক অবশিষ্ট ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা অদ্যাবধি পরিশোধ না করায় সর্বশেষ গত ০৮/১০/২০২০ তারিখে অর্থ পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিদ্যুৎ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ● কেএনএম এর বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে কেএনএম-কে একটি লাভজনক কারখানায় পরিণত করার লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগে/ পিপিপি এর আওতায় অর্থায়ণ তথা পরিচালনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি নেদারল্যান্ড ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান M/S VSS Consultancy & Management BV বাংলাদেশে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন পেপার মিলসমূহে (কেপিএম ও কেএনএম এর জন্য প্রযোজ্য) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার নিশ্চয়তা সাপেক্ষে পিপিপি এর আওতায় বিনিয়োগের প্রস্তাবনা দাখিল করে। উক্ত	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ অবশিষ্ট ৪২.৩১ একর জমিতে একটি নতুন পেপার মিল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রস্তাব বিসিআইসি কর্তৃক পর্যালোচনা করে সার্বিক বিষয় শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত প্রতিষ্ঠান বরাবর যথাক্রমে গত ২৬/০৮/২০২০ তারিখে এবং ১৫/১০/২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ● পাশাপাশি কেএনএমএল প্রাঙ্গণে একটি সালফিউরিক এসিড, ফসফরিক এসিড, এলাম প্লান্ট বা পেপার মিল স্থাপন বা অন্য কোন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে পেশাদার উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় EOI (Expression of Interest) নোটিশ ও এতদসংক্রান্ত দলিলাদি প্রস্তুতের জন্য ২২/০৯/২০২০ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
			(২) <u>দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী</u> ‡ মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার বিষয়ে শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ‡ উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা গ্রহণের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া গেছে। ‡ নির্দেশনা মতে গত ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য	**(২) দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী** ● ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. (দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী) এর সম্পদ, দায়-দেনা সংক্রান্ত অডিট রিপোর্টের উপর বিসিআইসি'র মতামত ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহের সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত গত ০৫-১১-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ "প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩-০৯-২০১৮ তারিখের নির্দেশনামূলক পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংগৃহীত অডিট রিপোর্টের বর্ণনামতে কোম্পানীর দায়-দেনা ও ঋণের তথ্যাদি উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে"। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে : (ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে; (খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.' এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস্' এবং ঢাকা ইউনিট 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি' এর দায়-দেনা নিরূপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বাজার মূল্য নির্ধারনের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকা, খুলনা ও বিসিআইসি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।		
০৮.	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-৮)**	২৯/১২/২০১০ খ্রি.	▪ উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা জন্য চাওয়া হয়েছে এবং উক্ত কার্যালয় হতে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।	‡ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর কাজের অগ্রগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমি এবং পরবর্তীতে আরও জমি জেগে ওঠলে তা বেজা ছাড়া অন্য কাউকে বরাদ্দ দেওয়া যাবে না"। ‡ উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেজা'র প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (বিসিক)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। ▪ উক্ত কমিটি গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ▪ এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০১/১২/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এ বিষয়ে এখনও কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০৯.	বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-৯)**	০৬/৫/২০১০ খ্রি.	• প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বরগুনা জেলার সদর উপজেলার কোরক মৌজায় ১০.২০ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ১১.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং "বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি গত ২০ জুন ২০১৯ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০২০।	• অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ১৮০৮.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৮২৪.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৩৮.১৪ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৬৩%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** ▪ ভূমি উন্নয়ন, রাস্তা নির্মাণ, অফিস ভবন নির্মাণ, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ▪ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। ▪ ড্রেন কার্লভার্ট নির্মাণ কাজ ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে। ▪ বিদ্যুৎ সংযোগ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ▪ পানির সরবরাহ লাইন ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ▪ ডিপ টিউবওয়েল ১০% সম্পন্ন হয়েছে। ▪ পাম্প ড্রাইভার কোয়াটার নির্মাণ কাজ ৪০% সম্পন্ন হয়েছে। ▪ প্রকল্পটির আন্ত:খাত সমন্বয় কার্যক্রম চলছে। ▪ প্রকল্পের যাবতীয় কাজ ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে শেষ হবে।	বিসিক
১০.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন **(প্রতিশ্রুতি নং-১০)**	২৯/০৩/২০১৮খ্রি	‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রথমে ১৫ একর জমি পরবর্তী ৫০ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৫ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত বর্তমান জমির মৌজা রেট ও তার ওপর সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ডিপিপি'র ওপর গত ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত গত ০৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ একরের পরিবর্তে ৫০ একর আয়তনের শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবটি ফেরত আনা হয়। **বর্তমান অবস্থা :** • নতুন ৫০ একর জমি চিহ্নিতপূর্বক ডিপিপি পুনরায় ২৩/১২/২০১৯ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে ২১/০১/২০২০ তারিখে উক্ত ডিপিপি'র ওপর কিছু মতামতসহ পত্র প্রেরণ করে। • পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বিসিক হতে প্রাপ্ত পুনর্বিন্যাসকৃত ডিপিপি ১৪/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। • পরিকল্পনা কমিশনে গত ০৫-১১-২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেছে এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	বিসিক

বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনাসমূহ :

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
০১.	ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে **(নির্দেশনা নং-১)**	০৬/৯/২০১৬ খ্রি.	‡ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক অর্থনৈতিক জোনে জায়গা বরাদ্দ নিয়ে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	**জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ :** ▪ প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য বিসিকের নিজস্ব তহবিল হতে দুই ধাপে (প্রথম ধাপে ৬২.৪৭ লক্ষ ও দিতীয় ধাপে ১০০০.০০ লক্ষ)সর্বমোট ১০৬২.৪৭ লক্ষ টাকা ধার করে বেজার নিকট হস্তান্তর করা হয়। অর্থ ছাড় সাপেক্ষে উক্ত অর্থ বিসিককে পরিশোধ করা হবে। এ ছাড়া প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থবছরে আর এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী জমি অধিগহণ খাতে বরাদ্দকৃত ৪৯৫.০০ লক্ষ টাকা বেজার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ▪ ইতোমধ্যে প্রকল্পের জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ▪ শুরু হতে প্রকল্পের মোট ব্যয় হয়েছে ৫.০০ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ১১% এবং ভৌত অগ্রগতির হার ১১%। **নীলফামারী বিসিক শিল্পনগরী :** ▪ “বিসিক শিল্পনগরী নীলফামারী ” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য জমি চিহ্নিত করণের নিমিত্ত চেয়ারম্যান মহোদয় নীলফামারী সফরকালে নটখানা, নীলফামারী-পলাশবাড়ী রোড, নীলফামারী সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। ▪ মহাজেরদের নামে ১৫০ একর জমি রয়েছে। তম্মধ্যে শিল্পনগরী করার জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃক আপাতত ১০০ একর জমি দেয়ার মতামত প্রকাশ করেছেন। জমি প্রাপ্তির বিষয়ে জেলা প্রশাসক, নীলফামারী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রদান করেছে।	বিসিক
০২.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে **(নির্দেশনা নং-২)**	১১/৫/২০১৬ খ্রি.	‡ মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক মুক্তাগাছা শিল্পনগরী ময়মনসিংহ এ অধিগ্রহণকৃত ৫ একর জমির উপর ৯.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। **মেয়াদ :** জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১	▪ ০৩-১০-২০১৯ তারিখের অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত নং: (৪)-তে আনারস উৎপাদনকারী, আনারস প্রক্রিয়াজাতকরণ তথা বাজারজাতকরণের বিষয়ে শিল্পউদ্যোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে এ শিল্প সম্প্রসারণে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিতপূর্বক তা সমাধানের জন্য একটি পূণাঙ্গ Business Plan প্রণয়নপূর্বক সে অনুযায়ী ডিপিপি’র কার্যক্রম নির্ধারন করতে হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। পূর্ণাঙ্গ Business Plan প্রণয়নের লক্ষ্যে আনারস উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে গত ২৪-১২-২০১৯ তারিখে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ এর পরিবর্তে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলায় আনারস শিল্পনগরী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ▪ চেয়ারম্যান, বিসিক শিল্প পার্ক স্থাপনের জায়গা সরেজমিনে ১৮-০৯-২০২০ তারিখে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি হিসেবে মধুপুরের এসিল্যান্ড এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন কালে তিনি ‘বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারস ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ), টাঙ্গাইল’ স্থাপনের জন্য ২১৪	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				একর জায়গা নিয়ে শিল্প পার্ক স্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার 'বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারস ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ), টাঙ্গাইল' স্থাপনের নিমিত্ত উক্ত ২১৪ একর জমি বরাদ্দের সম্মতি প্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ করে ২৮-০৯-২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	
০৩.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে **(নির্দেশনা নং-৩)**	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বিসিআইসি :** ● বিসিআইসি'র সকল কারখানা স্থাপনা পরিকল্পনায় বর্জ্য শোধনাগার ও পরিবেশ আইন মেনে শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। ● বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫টি তে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থাধীন বিআইএসএফ ও ইউজিএসএফ কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই। ● কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোঃ লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। **<u>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</u>** ‡ বিএসএফআইসির আওতাধীন '১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২-০৫-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত	**বিসিআইসি :** ● নির্মানাধীন ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পে (GPUFP)-তে ইটিপি অন্তর্ভূক্ত আছে । ● টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনানুযায়ী টিএসপিসিএল এর নিজস্ব উদ্যোগে ইটিপি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ড্রইং, ডিজাইন, বিনির্দেশসহ ইকুইপমেন্ট লিস্ট সরবরাহ করা হয়েছে,যেগুলো গঠিত কমিটি ও ইটিপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পর্যবেক্ষণান্তে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আইটেমের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন পূর্বক জোরগতিতে সিভিল ও মেকানিক্যাল কার্যক্রম চলমান আছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। ● কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোঃ লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। । **<u>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</u>** ● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা। ● ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৪০০.৩৪ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ২৮.২০% এবং বাস্তব ৫০%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** ➢ ১৪টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনে ১৬/০২/২০২০ তারিখে Contract Agreement করা হয়। বর্তমানে ১৪টি চিনিকলে ETP'র নির্মাণ কাজ চলমান । ➢ পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ, সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস লিঃ,	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি চলমান প্রক্রিয়া

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			বিসিক : ▪ নতুনভাবে স্থাপিত শিল্পনগরীসমূহে শিল্প উদ্যোক্তাগণ কারখানার চাহিদা মোতাবেক নিজস্ব অর্থায়নে বরাদ্দকৃত প্লটে ইটিপি স্থাপন করবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। শিল্প কারখানার উদ্যোক্তাদের লে-আউট প্ল্যানে ইটিপি স্থাপনের প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন দেয়ার জন্য আঞ্চলিক পরিচালকদের অবহিত করা হয়েছে। ▪ বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক। বিসিকের সকল জেলা কার্যালয় ও শিল্পনগরীর আওতাধীন লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহের ইটিপি স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	জয়পুরহাট সুগার মিলস লিঃ, রংপুর সুগার মিলস লিঃ এবং জিলবাংলা সুগার মিলস লিঃ এর Equalization tank এর Base casting সমাপ্ত হয়েছে। Shear wall casting এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ➢ ১৪টি ইটিপি'র প্লান্ট মেসিনারিজ এর বৈদেশিক যন্ত্রপাতি মিল সাইটে সংরক্ষণ করা হয়েছে। **বিসিক :** ▪ বিসিকের মোট ৭৯টি শিল্পনগরীতে ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প ইউনিট ১৮২টি। এর মধ্যে এ পর্যন্ত ১২০টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত ইটিপিগুলোর মধ্যে ১১২টি চালু ও ৮টি বন্ধ রয়েছে। ▪ ০৬টি ইটিপি নির্মাণধীন। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে উল্লিখিত ইটিপিগুলোর নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন ০৬টি ইটিপি স্থাপন সম্পন্ন করতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের তদারকি জোরদার করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ▪ অবশিষ্ট ৫৬টি ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তাগিদ প্রদান করা হচ্ছে। এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিসিক প্রধান কার্যালয় হতে আঞ্চলিক পরিচালকগণকে পত্র দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয় কার্যালয় হতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে।	
০৪.	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্ক্রান্তের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে **(নির্দেশনা নং-৪)**	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	নগরায়নের মাস্টার প্ল্যানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরে টিওআরসহ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ১০টি জেলা (গাজীপুর, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা, পঞ্চগড়, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, পাবনা) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।	২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ হাজার একর জমিতে ১০০টি শিল্প পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	সকল দপ্তর/সংস্থা
০৫.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে।	২৪/৮/২০১৪খ্রি.	‡ পরিবেশ সম্মত, আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার উৎপাদনের লক্ষ্যে ১০,৪৬০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৯,২৪০০০ মে.টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন	● প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ১০৪৬০.০০ (দশ হাজার চারশত ষাট কোটি) টাকা। ● ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ ২১৮০০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৩০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ ২০৫০০০.০০ লক্ষ টাকা)। ● ২০২০-২১ অর্থ বছরে অক্টোবর, ২০২০ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪২৬৮১.৪৯ লক্ষ টাকা	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি।

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
	আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে **(নির্দেশনা নং-৫)**		"ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং গত ০৯-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ● গত ২৪/১০/২০১৮ তারিখে Mitsubishi Heavy Industries (MHI), জাপান এবং China National Chemical Construction Co. Ltd.7 (CC7) এর সাথে প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। •গত ২১/১১/২০১৯খ্রি. তারিখে প্রকল্পের জন্য বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহনের নিমিত্তে বিসিআইসি ও JBIC এবং বিসিআইসি ও MUFG–HSBC এর মধ্যে ০২ (দুই) টি Loan Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। ● উক্ত স্বাক্ষরিত ঋণ দুইটির বিপরীতে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান সমুহের অনুকুলে গত ০১/০১/২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় সভরেন গ্যারন্টি প্রদান করেছে।	এবং প্রকল্পের শুরু থেকে অক্টোবর, ২০২০ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৪১০৬৪.২৩ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হার : ভৌত অগ্রগতি ১৫.৮৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩২.৬০ %। প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা: ● প্রকল্পের HAZOP (Hazard and Operability Study) এবং Basic Engineering Design এর কাজ শেষ হয়েছে। ● প্রকল্পের 3D Review প্রায় ৮০% এবং Non-plant building এর Review সম্পন্ন হয়েছে। ● সাধারণ ঠিকাদার কর্তৃক সকল Critical Equipment এবং Non-critical Equipment এর প্রায় ৭০% এর Purchase Order দেয়া হয়েছে। ● Local Consultant নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং Foreign Consultant নিয়োগের লক্ষ্যে RFP মূল্যায়নের কাজ চলছে। ● বিসিআইসি এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ ঠিকাদার COVID 19 এর মধ্যেও তাদের Sub-Contractor এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত কাজগুলি গত ১৬ আগষ্ট ২০২০ হতে শুরু করেছে- ⟹ Renovation and Construction of Residence & Camp House for GC personnel ⟹ Fencing work at Lagoon Area ⟹ Concrete Batching Plant Works ⟹ Temporary Jetty Works ⟹ Construction of Temporary Ware House ● ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে Demolition Works শুরু হয়েছে। ● প্রকল্পের বিভিন্ন মালামাল (যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ) প্রকল্প এলাকায় আসা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫টি কনসাইনমেন্টে UG Pipe ও বিভিন্ন ফিটিংস প্রকল্প এলাকায় চলে এসেছে। পাইপ লাইনে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত আরো ১৪টি consignment আছে। সাধারণ ঠিকাদারের পরবর্তী Schedule অনুযায়ী এই অর্থ বছরের মধ্যে প্রায় ৮০% মালামাল (যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ) প্রকল্প এলাকায় চলে আসবে। ● সাধারণ ঠিকাদার CC7 এর ১২ জন প্রকৌশলী গত ২১-১০-২০২০ তারিখে প্রকল্প এলাকায় চলে এসেছে ১৪ দিন Quarantine এ থাকার পর গত ০৫-১১-২০২০ তারিখ হতে প্রকল্পের চলমান কাজে অংশগ্রহন করেছে।	বাস্তবায়নাধীন
০৬.	বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	‡ বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুন:বরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের	বিসিকের ৭৯টি শিল্পনগরীর মধ্যে বাতিলকৃত এবং পুনঃবরাদ্দযোগ্য ৩০৬টি শিল্প প্লটের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ধামরাই বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ এ প্লট বরাদ্দের জন্য গত ০৩-০৭-২০২০ তারিখে "Dhaka Tribune" ও "দৈনিক ইত্তেফাক" পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
	তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে। **(নির্দেশনা নং-৬)**		তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ‡ শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অক্টোবর পর্যন্ত ১৩৯টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২১-০৮-২০২০ তারিখে "বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক ইত্তেফাক ও দ্যা ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস" এবং বিসিক ওয়েবসাইটে ৩০৬টি শিল্প প্লট বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্লট বরাদ্দ কার্যক্রম চলমান।	
০৭.	দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে **(নির্দেশনা নং-৭)**	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বিটাক** "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বিটাক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি ১৭/০৭/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির আওতায় ৫ তলা ভিতসহ লিফটবিহীনভাবে ৫ তলা নির্মাণের পরিবর্তে ১০ তলা ভিত ও লিফটসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সংশোধন করা হয় এবং ১ম সংশোধন প্রস্তাব গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২। **বিআইএম** "ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে	**বিটাক** বিটাক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। 'বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। • ১ম সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৭৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৪৩.৯৩ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ১৫.৩৩%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :** বগুড়া কেন্দ্রে ম্যাট ফাউন্ডেশন এবং খুলনা কেন্দ্রে ভবন নির্মাণের টেস্ট পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্মাণ স্থানে বিদ্যমান বিটাকের রেস্ট হাউজ অপসারণ এবং টেস্ট পাইল ড্রাইভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কাজ চলছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ০৪টি বিভাগ যথাঃ সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহে স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী হোস্টেলসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকল্পে প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাবের ওপর গত ১৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থা পর্যায়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় জনবল নির্ধারণের প্রস্তাব গত ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিআইএম** • অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৮০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮২৭.৭১ লক্ষ টাকা।	বিটাক/বিআইএম

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			অনুমোদিত হয়। • বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। (ক) ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রী করার লক্ষে চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। (খ) বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএম এর নতুন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প যাচাই কমিটির মিটিং এর সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলছে।	অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৫.৫৯%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত লে-আউটে বিদ্যমান পুরাতন ভবন ভাংগার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পে নির্ধারিত স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও ০২ টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিআইএম এর ০১ জন অনুষদ সদস্যকে মাস্টার্স কোর্স করার জন্য ইংল্যান্ড পাঠানো হয়েছে। নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে পাইলিং এর কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
০৮.	রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বন্ধ ও বন্ধ প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে **(নির্দেশনা নং-৮)**	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল):** ● কেপিএমলিঃ কারখানার জায়গায় একটি নতুন ইন্টিগ্রেটেড পেপার মিল স্থাপনের লক্ষ্যে "M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China" এর সাথে গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মেসার্স CMC, China আর্থকারিগরি সমীক্ষা সম্পন্ন করত: বার্ষিক ১,০০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পেপার মিল স্থাপনের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। **২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি)** ‡চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঙ্গনে বিসিআইসি'র মালিকানায় 'বাংলাদেশ গ্লাস ফ্যাক্টরি স্থাপন' নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ‡ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত। **৩। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি.** সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক	১। <u>কর্ণফুলী পেপার মিলস লি.(কেপিএমএল) :</u> ● কেপিএমলিঃ কারখানার জায়গায় একটি নতুন ইন্টিগ্রেটেড পেপার মিল স্থাপনের লক্ষ্যে "M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China" এর সাথে গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মেসার্স CMC,China আর্থকারিগরি সমীক্ষা সম্পন্ন করত: বার্ষিক ১,০০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পেপার মিল স্থাপনের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের প্রেক্ষিতে গত ২৮/০৯/২০২০ তারিখে CMC,China এর সাথে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় CMC,China কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাব/মতামত গত ১৪/১০/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। ● পাশাপাশি কেপিএম এর বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে কেপিএম-কে একটি লাভজনক কারখানায় পরিণত করার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির প্রণীত আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন বিসিআইসি এর সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহের মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ● সম্প্রতি নেদারল্যান্ড ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান <u>M/S VSS Consultancy & Management BV</u> বাংলাদেশে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন পেপার মিলসমূহে (কেপিএম ও কেএনএম এর জন্য প্রযোজ্য) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার নিশ্চয়তা সাপেক্ষে পিপিপি এর আওতায় বিনিয়োগের প্রস্তাবনা দাখিল করে। উক্ত প্রস্তাব বিসিআইসি কর্তৃক পর্যালোচনা করে সার্বিক বিষয় শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত প্রতিষ্ঠান বরাবর যথাক্রমে গত ২৬/০৮/২০২০ তারিখে এবং ১৫/১০/২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২। <u>চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি.(সিসিসি)</u> : সিসিসি এর বিদ্যমান সুবিধাদি ব্যবহার করে ৮০-১২০ মে: টন ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন ক্লোরো অ্যালকালি কমপ্লেক্স দেশী/বিদেশী যৌথ অংশীদারিত্বে প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ফোরামে প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সিসিসি প্রাঙ্গণে একটি নতুন কস্টিক ক্লোরিন/বেসিক কেমিক্যাল প্লান্ট স্থাপনে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগের নিমিত্ত EoI (Expression of Interest) নোটিশ ও আনুষঙ্গিক দলিলাদি প্রস্তুতের জন্য ২০/০৯/২০২০ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রণীত প্রতিবেদন গত ১৭/১১/২০২০ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। ৩। <u>ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) :</u> ● Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সাথে গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়।	সকল দপ্তর/ সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়। **৪। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):** ‡ ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নিবন্ধিত নয় বলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তারা অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত জমিতে একটি আধুনিক লেদার ইন্সটিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। **৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.:** ‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য ফোর্স বেইস স্থাপনের লক্ষ্যে ঈশ্বরদী উপজেলা, পাবনা রেললাইনের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এর ১০০.৫১ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানির জন্য Land Demarcation Committee এবং মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। EDII এর প্রস্তাবনার আলোকে Joint Venture Agreement Amendment প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৪। ঢাকা লেদার কোম্পানী লিমিটেড (ডিএলসিএল) : • ঢাকা লেদার কো. লি. (ডিএলসিএল) এর জায়গাটি বিসিআইসি এর নামে নিবন্ধিত নয়। উক্ত প্রাঙ্গণে যৌথ উদ্যোগে নতুন কোন লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান (বেসিক কেমিক্যাল/এপিআই/অন্যান্য সুবিধাজনক) কারখানা গড়ে তোলা যায় কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। **৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.(এনবিপিএম):** • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিঃ এর ১০০.৫২ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তর করার কারণে নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এ কোন ব্যবহৃত জমি না থাকায় ইতোপূর্বে প্রস্তাবিত প্রি-ফেব্রিকেটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উক্ত স্থানে নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. চালু করা/নতুন কোন প্রকল্প গ্রহণ করার সুযোগ নেই।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. •পুরোনো ঢাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাসায়নিক কারখানা ও গুদামসমূহ একটি নিরাপদ জায়গায় দ্রুততম সময়ে স্থানান্তরের লক্ষ্যে উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. এর ৬.১৭ একর জমিতে 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ' নামে একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। ‡ উক্ত প্রকল্পটির ডিপিপি একনেক কর্তৃক গত ৩০/০৪/২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ২১-১১-২০১৯ তারিখে ডক ইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ওয়ার্কস এর সাথে প্রকল্প/বিসিআইসি'র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ০১-১২-২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ এবং ২৪-১২-২০১৯ তারিখে সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ‡ এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৯৪১.৫১ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি: ৭৯৪১.৫১ (অনুদান) লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। ‡ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: মার্চ, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত (মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে)	**৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.** চুড়িহাট্টায় অগ্নিকান্ডের পরপরই পুরান ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম স্থানান্তরের জন্য বন্ধ কারখানা উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি., শ্যামপুর, ঢাকা এর জায়গায় 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বিসিআইসি অধীনের বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক পদক্ষেপ নেয়া হয়। (ক) <u>প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ</u> ৭৯৪১.৫১ লক্ষ টাকা, যা সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। (খ) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে অক্টোবর ২০২০ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭.১৯ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের শুরু থেকে অক্টোবর ২০২০ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬২৯.৪৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে অক্টোবর ২০২০ মাস পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৮.২৬ % এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭.৯৩%। (গ) <u>প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা</u>**:** (১) গত ১৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বন্ধের জন্য পত্র প্রেরণ করে। (২) প্রকল্পের কাজ চলমান রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সহযোগিতা চেয়ে গত ০৮-০৬-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ২৪-০৮-২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	
০৯.	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে **(নির্দেশনা নং-৯)**	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	‡ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট , ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একীভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষে ডিপিডিটি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ বিষয়ে গত ০২-০৬-২০১৫ এবং ১৯-১০-২০১৫ তারিখে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯-১০-২০১৫ তারিখের সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ক ও গ সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ: (ক) সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন কপিরাইট অফিস ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বিদ্যমান সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো-বিন্যাসে থেকেই ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে (Linked Database alongwith Software Based Automation) সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন করবেন। উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ সামগ্রিক প্রক্রিয়া সমন্বয়সহ পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদান Information Sharing) অবারিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। (খ) কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একই ভবনে সংস্থাপনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের	ডিপিডিটি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				নির্মিতব্য ভবনের ডিজাইন ও ড্রইং সংশোধন করে একটি অনন্য নকশা (Unique design) প্রণয়ন করতে হবে। ‡ উপর্যুক্ত 'ক' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উভয় অফিস বিদ্যমান সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো-বিন্যাসে থেকেই ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান কাযক্রম ইতোমধ্যে চালু করেছে। ‡ অন্যদিকে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিতব্য ভবনের জন্য নির্ধারিত জমির বিষয়ে মহামান্য আদালতে মামলা (রিট পিটিশন নং ৫৬০৮/২০১৭) থাকায় এবং অন্যান্য কতিপয় কারণে উপর্যুক্ত 'গ' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখনও কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। উক্ত রিট মামলা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে গত ১৩/১১/২০১৯ তারিখে শুনানি হয়েছে। পরবর্তী শুনানির সময় ০৪/১২/২০১৯ তারিখে ধার্য থাকলেও ঐদিন শুনানি হয়নি। পরবর্তী শুনানির জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট চারটি দপ্তর ডিপিডিটি, এনপিও, বয়লার এবং এসএমই ফাউন্ডেশন সম্মিলিতভাবে মামলা মোকাবেলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল এর দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	
১০.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে **(নির্দেশনা নং-১০)**	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বিএসটিআই :** ‡ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই এর প্রারম্ভিক ০৩টি ক্যাটাগরির পদ যথা: পরীক্ষক (৫৯টি) ,ফিল্ড অফিসার (৬৮টি), পরিদর্শক (৬৫টি) পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। **বিএবি:** বিএবি'র ৩৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বিএবিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পূর্ববর্তী এক বছর কর্মকালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	**বিএসটিআই :** শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই'র কারিগরী ক্যাটাগরির ১০ম ও ১১তম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ৩ (তিন)টি পদ যথা:-পরীক্ষক **(**৬৯টি**),** ফিল্ড অফিসার (৭৫টি**),** পরিদর্শক **(**৭৫টি) সহ সর্বমোট ২১৯টি পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল ৯ম গ্রেডে (**প্রথম** শ্রেণী) উন্নীতকরণের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ **কর্তৃক** সম্মতি জ্ঞাপন করা হয় এবং গত ০৪-০৮-২০২০ তারিখে সংশোধিত আকারে সম্মতিপত্র জা**রি** করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ২৮/১০/২০২০ তারিখ জিও জারি করা হয়েছে। **বিএবি:** বিষয়টিতে আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ থেকে প্রণোদনা প্রদান বিষয়ক কিছু তথ্য চাওয়া হয়। গত ২২/০১/২০২০ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত বিস্তারিত তথ্যাদি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক গত ১৯/০৩/২০২০ তারিখের ৩৮ নং স্মারকের মাধ্যমে এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।	সকল দপ্তর/ সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
১১.	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে **(নির্দেশনা নং-১১)**	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	**বিসিআইসি:** ১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ। **<u>বিসিক:</u>** শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	**বিসিআইসি:** ১। বিআইএসএফলিঃ এ স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ : উৎপাদিত স্যানিটারীওয়্যারের মান উন্নয়নে মূলধনী খাতে স্বল্পমেয়াদী পূনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় ১৭টি মেশিনারিজের মধ্যে ৬টির সরবরাহ, Installation এবং Commissioning সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ১১টি মেশিনারিজের মধ্যে Universal Testing Machine কারখানায় পৌঁছানো হয়েছে। ১০/০৩/২০২০ তারিখে মেশিনটি Installation শেষ করা হয়েছে। Commissioning এর কাজ চলছে। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পূরুত্ব নিয়ন্ত্রণ : পেপারের মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা প্রয়োজন হলেও কারখানার আর্থিক সংকটের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। কারখানার বার্ষিক উৎপাদন উন্নীতকরণ/নতুন কাগজকল স্থাপনের লক্ষ্যে গত ০২/৪/২০১৯ তারিখে M/S China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) এবং BCIC এর মধ্যে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ০৬/০৭/২০২০ তারিখে সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে কিছু বিষয় স্পষ্টিকরণের জন্য ২৬/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগ থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক ১৪/০৮/২০২০ তারিখে CMC,China তাদের মতামত প্রেরণ করেছে। প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা করে শিল্প মন্ত্রণালয়কে ৩০/০৮/২০২০ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ০৩/০৯/২০২০ তারিখে পত্রের মাধ্যমে CMC,China এর সাথে MOU এর মেয়াদ ৬(ছয়) মাস বৃদ্ধি করেছে বলে জানিয়েছেন। CMC,China গত ০৪/১০/২০২০ তারিখ থেকে আরো ০১(এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছে। বিষয়টি জানিয়ে ১৪/১০/২০২০ তারিখে পত্র দ্বারা শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। ‡ বিসিআইসি'র কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত থাকে না বিধায় রপ্তানি করা হয় না। **<u>বিসিক:</u>** ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিসিকের মেলার আয়োজন লক্ষ্যমাত্রা ১৪টি, মেলার অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ১৩৬টি, ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন এবং পণ্য মেলার আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা ০৪টি, বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ০৮টি বিভাগীয় শহরে ১০ দিন ব্যাপি এবং বাকি ৫৬ টি জেলা শহরে ০৭ দিন ব্যাপি "বিসিক শিল্প মেলা" আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ঐক্য ফাউন্ডেশন এবং বিসিকের মধ্যে ২৩-০৭-২০২০ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে উদ্যোক্তারা ঐক্য ফাউন্ডেশনের অনলাইন মার্কেটিং প্লাটফর্ম www.oikko.com.bd এর মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারবেন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অক্টোবর মাস হতে মেলা আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসইসি/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			বিএসইসি: ‡ গবেষণা সেল গঠন। সুনির্দিষ্ট মাকেটিং কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে **বিএসএফআইসি:** কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠানটির ডিষ্টিলারী ইউনিটের পণ্যের আহরণের হার হ্রাস পাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখা এবং উৎপাদিত ফরেন লিকার আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করে রপ্তানির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ এর সাথে গত ০১/০৮/২০১৯ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।	হয়েছে। বিপণন বিভাগের সার্বিক নির্দেশনা ও পরামর্শে নকশা কেন্দ্র থেকে ১৮-২২ অক্টোবর পর্যন্ত হেমন্ত মেলা আয়োজন করা হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ধারাবাহিকভাবে মেলা আয়োজন করা হবে। **বিএসইসি :** আন্তর্জাতিক বাজারে বিএসইসি'র পণ্য বিক্রির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। বিএসইসি'র পণ্যের উপর আগ্রহ প্রকাশ করে FMCG and Trading EUROSTAR GENERAL TRADING LLC, DUBAI, UAE কর্তৃক গত ২৭/১০/২০২০ তারিখ বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহের কোম্পানি প্রোফাইল এবং কোটেশন চেয়ে ই-মেইল প্রেরণ করেছে। জবাবে বিএসইসি কর্তৃক বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের ব্রোশিয়ার ০৯/১১/২০২০ তারিখ ই-মেইল মারফত প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া দেশীয় ক্রেতা সাধারণের নিকট বিক্রি, বৈদেশিক ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণপূর্বক বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শন করা হয়। **বিএসএফআইসি:** ➢ কোভিড-১৯ এর কারণে সামগ্রিক গবেষণা কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ায় গবেষণার সময়সীমা জানুয়ারি ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ➢ অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ এর প্রেরিত সম্প্রতি গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ নিম্নরুপ : ১) ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ৩০° সে. তাপমাত্রায় Alcohol yield পাইলট প্লান্টে (গবেষণা কাজে ব্যবহৃত) ৫.৬% (v/v) হতে ৬.৬০২% (v/v) হয়েছে। ২। ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় ০.২ vvm এয়ারেশনে Alcohol এর increment পাইলট প্লান্টে (গবেষণা কাজে ব্যবহৃত) ৩৩.৮৫% হয়েছে। বর্ণিত ১ ও ২ এর ফলাফল দ্বারা গবেষণা কাজ সফলতার দিকে এগিয়েছে বলে গবেষকগণ মত প্রকাশ করেছেন। ➢ **এসএমই ফাউন্ডেশন :** Development of SMEs in Bangladesh: Lessons From German Experiences শীর্ষক গবেষণা কর্মটি চূড়ান্ত মুদ্রণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২৩ অক্টোবর ২০২০-এ অনলাইন প্লাটফরম (zoom)-এ 'Dissemination & Launching of the Book' শীর্ষক অনুষ্ঠানে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। অন্যান্য গবেষণাসমূহের প্রকাশনা আকারে বের হওয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
১২.	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা **(নির্দেশনা নং-১২)**	২০/৭/২০১৪ খ্রি.	"ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ : জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১।	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৪৮৫৬২.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫০৭.৭৩ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৩.১০% এবং বাস্তব ১৭%। **প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :** ➢ Thakurgaon Sugar Mills (TSM) এর ৩টি প্যাকেজ TSM-1 এর জন্য গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ ও TSM-2 এবং TSM-3 এর জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে গৃহীত দরপত্র বাতিল করার প্রেক্ষিতে ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে পুনরায় ৫ম বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি সংশোধন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় হতে ২৭/১১/২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে DPP সংশোধন করে ECNEC সভায় উপস্থাপন নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।শিল্প মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত ০১ মে, ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-২০.০৫.০০০০.৫১২.১৪.০৯৪. ২০১২. (অংশ-৩)-১০২ তারিখ ১৭-০৮-২০২০ অনুযায়ী ২২টি বিষয়ে স্পশীকরণের জবাব কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক তৈরির কাজ চলছে। নির্দেশনা মোতাবেক বিএসএফআইসি গত ১৩/৯/২০২০ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে উক্ত ডিপিপি ২২-০৯-২০২০ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাথে প্রকল্প পরিচালকের নিয়মিত যোগাযোগ আছে।	বিএসএফআইসি
১৩.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ **(নির্দেশনা নং-১৩)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.		**শিল্প মন্ত্রণালয়** : ৪৭টি পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত নিয়োগপত্র গত ২৩/১০/২০১৯ তারিখে জারি করা হয়। নির্ধারিত ০৭/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে ৪৬ জন যোগদান করেছেন। পদোন্নতির মাধ্যমে এবং পিএসসি'র মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। **বিসিআইসি :** (ক) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ - ১০০৮ জন : কর্মকর্তা (পরিচালক-২ +সিনিয়র জিএম-২১+জিএম-৫৯ + ডিজিএম-১২০+ব্যবস্থাপক-৭৮ + উপ-ব্যবস্থাপক-৩০৩) ৫৮৩ সরাসরি (১০০%) পদোন্নতিযোগ্য এবং সহ: ব্যবস্থাপক-১৬৫ (৫০%) ও সহ: কর্মকর্তা- ২৬০ (৫০%)= ১০০৮ পদোন্নতিযোগ্য। (খ) সরাসরি নিয়োগযোগ্য -(১৬৪+২৬০)-=৪২৪ জন (৫০%) : (১) ১৩-০৬-২০১৭খ্রি. ১৫৬ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : ৯ম গ্রেডে টেকনিক্যাল পদে ১৮ জন এবং নন-টেকনিক্যাল পদে ৮৭ জন, ১০ম গ্রেডে টেকনিক্যাল পদে ২২ জন এবং নন-টেকনিক্যাল পদে ২৯ জন সহ সর্বমোট ১৫৬	শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				জন কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য ১৩-০৬-২০১৭ তারিখ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ১৬১ জন (১০৮ জন ৯ম গ্রেড এবং ৫৩ জন ১০ম গ্রেড) নির্বাচিত প্রার্থীর মধ্যে ১৫৮ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রাপ্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ১(এক) জনের পুলিশ ভেরিফিকেশনে আপত্তি করায় তাকে পদায়ন করা হয়নি। অবশিষ্ট ২ জন কর্মকর্তার পুলিশ ভেরিফিকেশন পাওয়ার পর নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে। (২) ২৪-০৯-২০১৮ খ্রি. ১৩০ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : ৯ম গ্রেডের টেকনিক্যাল পদে ৬৫ জন ও নন-টেকনিক্যাল পদে ৫ জন এবং ১০ম গ্রেডে টেকনিক্যাল পদে ৪১ জন ও নন-টেকনিক্যাল পদে ১৯ জন সর্বমোট ১৩০ জন কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য গত ২৪-০৯-২০১৮ তারিখ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান আছে। পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্নের পর তাদের নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, নিয়োগ কার্যক্রমে মোট প্রেরিত ৩৪২টি ভি.আর. ফরমের মধ্যে ১৮৯টি ফেরত এসেছে এবং ১৫৩টি ফেরত আসেনি। (৩) কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম : কর্মচারী ও শ্রমিক (২৫০৯+২০৫৫) ৪৫৪৬টি শূন্য পদের বিপরীতে ২৯৭৮ জন দৈনিক ভিত্তিক(No work no pay) এবং ১১৬১ জন আনসার আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে অর্থাৎ মোট (২৯৮১+১১৬১) ৪১৪২জন নিয়োজিত আছে। সংস্থাধীন পে-অফ কারখানাসমূহ হতে রিট পিটিশনকারী ১৪৫৯ জনের মধ্যে এ পর্যন্ত ৯৬৪ জন কর্মকর্তা/ কমর্চারী/শ্রমিককে পুন:বহাল করা হয়েছে। পুন:বহালকৃত কর্মচারীগণকে প্রধান কার্যালয়সহ কারখানাসমূহের শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োজিত করা হয়েছে। তাছাড়া, ডেলিগেশন পাওয়ারঅনুযায়ী কারখানাসমূহে ১২-২০তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **বিসিক :** ▪ ৬ষ্ঠ গ্রেডে উপ-ব্যবস্থাপক ও সমমান পদে ২৭-০৮-২০২০ তারিখে ১৬জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ১৬-০৯-২০২০ তারিখে ১৬জন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। ▪ ৬ষ্ঠ গ্রেডে উপ-ব্যবস্থাপক ও সমমান পদে ১২-১০-২০২০ তারিখে ৬জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ১৫-১০-২০২০ তারিখে ৬জন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। **বিটাক :** বিটাকে নিয়োগযোগ্য ৩২টি পদের মধ্যে ২৩টি পদ পূরণের জন্য গত ২০-১১-২০২০ এবং ২১-১১-২০২০ তারিখে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা বাংলাদেশ কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বি-কেটিটিসি), মিরপুর রোড, দারুস-সালাম (টেকনিক্যাল মোড়), ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				২২-১১-২০২০ এবং ২৩-১১-২০২০ তারিখে বিটাক-এ মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে নিয়োগের তারিখ প্রাপ্তির সাপেক্ষে বাকী ৯টি পদ পূরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া, বর্তমানে ১৩৬ টি শূন্য পদ রয়েছে। যা পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। পদোন্নতিযোগ্য শুন্য পদগুলো পূরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। **বিএসএফআইসি :** করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এর কারণে সংস্থার শূন্য পদে নিয়োগ আপাতত বন্ধ আছে তবে সংস্থার পদোন্নতির মাধ্যেমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম চলমান। **ডিপিডিটি :** শূন্য পদের সংখ্যা-৪৫ (১ম শ্রেণি ১৪, ২য় শ্রেণি ৩ টি, ৩য় শ্রেণি ২৩ ও ৪র্থ শ্রেণি ৫ টি) টি ৬টি পদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য ২০-৬- ১৯ এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ২৪-১০-২০ ও ২৫-১০-২০ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য ১৯-৭-২০ এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। **বিএসটিআই :** বিএসটিআই'র অনুমোদিত পদ ৬৬৪ টি। বতর্মানে অনুমোদিত পদ ২৪১ টি শূন্য। শূন্য পদসমূহ নিয়োগবিধির আলোকে পর্যায়ক্রমে পূরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য শুন্য পদসমূহ পূরণের জন্য ১০-০৯-২০২০ তারিখে পদোন্নতি সংক্রান্ত সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভার মাধ্যমে মোট ২৬ কমকর্তাকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৩য় ও ৪থ শ্রেণির ৩৬ টি পদ পূরণের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও বাছাইয়ের জন্য টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিএসটিআই'র সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৯ম, ১১শ ও ২০তম গ্রেডের সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৮৯ টি শূন্য পদে নিয়োগের ছাড়পত্র চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএসইসি :** বিএসইসি প্রধান কার্যালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রথম শ্রেণির উর্ধ্বতন কর্মকর্তার (হিসাব, কারিগরী এবং সাধারণ) ১৪ (চৌদ্দ) টি পদে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণের অনুমতির বিষয়ে ছাড়পত্র প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে, মন্ত্রণালয় হতে ২১/১০/২০২০ তারিখ ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। অনলাইনে আবেদন গ্রহণের নিমিত্ত টেলিটক বাংলাদেশ লি: এর সাথে চুক্তি করার লক্ষ্যে পত্র প্রেরণ করা হলে টেলিটক বাংলাদেশ লি: সম্মতি জানিয়েছে। টেলিটক বাংলাদেশ লি: সাথে এখন চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে। **বিএবি:** বিএবি'র ৪১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত ৩ (ক) এর আলোকে বিএবি'র জনবল নিয়োগের জন্য গঠিত কমিটি নতুন সৃজিত বিভিন্ন গ্রেড/শ্রেণি/পর্যায়ের ২০টি পদসহ (অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন) ০৫টি শূন্য পদে আইন/বিধি মতে একইসাথে নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				করবে। **বিআইএম:** মোট ৫৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলছে। **এনপিও :** মোট শূন্যপদ ১১টি, এর মধ্যে সরাসরি ৯টি, পদোন্নতির মাধ্যমে ২টি। সরাসরি পূরণযোগ্য: ৯ম গ্রেডের শূন্য ২টি শূন্য পদ পূরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পিএসসি-তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ১২তম গ্রেডের ২টি এবং ১৩তম গ্রেডের ১টি পদ পদোন্নতি দেয়ায় শূন্য হয়েছে। ১৬তম গ্রেডের ১টি পদ পূরণের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ১৪তম গ্রেডের ১টি ও ১৬তম গ্রেডের ৩টি পদসহ মোট ৪টি পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ৩০-১০-২০২০ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু গত ১৯-১০-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উহা স্থগিত করা হয়। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য: ৬ষ্ঠ গ্রেডে যুগ্ম পরিচালকের ১টি পদে পদোন্নতির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় :** প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৪৪ টি, কর্মরত রয়েছে ৪১ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ১০৩ টি , যার মধ্যে ১০১ টি পদ সরাসরি নিয়োগযোগ্য। উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৬) পদ সংখ্যা - ০৭ টি : বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক গত ০৯/১২/২০১৯ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। উপপরিচালক , সহকারি পরিচালক, প্রোগ্রামার ও হিসাবরক্ষক পদগুলো নিয়োগবিধি সংশোধন সাপেক্ষে পূরণ করা হবে। গত ০৭/০৯/২০২০ তারিখ চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে এবং বর্ণিত পদে নিয়োগপত্র প্রদানের কার্যক্রম শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বয়লার পরিদর্শক : বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গত ১৭/০৮/২০২০ তারিখ ‘বয়লার পরিদর্শক’ পদে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬): ০২টি শূন্য পদ পূরণের জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ড্রাইভারের-৬টি শূন্য পদ : গাড়ী ক্রয়ের পর ড্রাইভার (গ্রেড-১৬) এর ০৬টি শূন্য পদ পূরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অফিস সহায়ক :“অফিস সহায়ক” (গ্রেড-২০) এর শূন্য পদগুলো পূরণের জন্য গত ০৭/১০/২০১৯ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির প্রেক্ষিতে মোট ১৬১৭২ জন প্রার্থীর আবেদন পাওয়া গিয়েছে। যথাসম্ভব দ্রুত নিয়োগ পরীক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **এসএমই ফাউন্ডেশন :** সহকারী ব্যবস্থাপকের ৩০টি শূন্যপদের বিপরীতে ০৭ জন কর্মকর্তাদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট এর মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ৫৫ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষায় গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। অত:পর মৌখিক পরীক্ষা শেষে	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				চূড়ান্তভাবে ০৭ জন প্রার্থীকে নিয়োগের উদ্দেশ্যে নিয়োগপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। নতুন কর্মকর্তাবৃন্দ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এ যোগদান করেছেন। এছাড়া জনসংযোগ শাখায় সৃষ্ট ০১ জন শূন্যপদের বিপরীতে ০১ জন সহকারী মহাব্যবস্থাপককে চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই শেষে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ‡ বর্তমানে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
১৪.	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা-জীপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রাক্টর ব্যবহার **(নির্দেশনা নং-১৪)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	**বিএসইসি** : বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিৎসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (পিআইএল) এর কারখানার মান সম্মত ও পর্যাপ্ত সংখ্যক গাড়ি সংযোজনের জন্য একটি নতুন অটোমেটিক সংযোজন কারখানা স্থাপন কাজ চলছে। **বিএসএফআইসি :** করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন	**বিএসইসি** : এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড (এবিএল) এর উৎপাদিত/সংযোজিত মোটর সাইকেল স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ডিপিএম এ ক্রয়ের অনুরোধ করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ১৮/১১/২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এবিএল এর সাথে কাওয়াসাকি মোটরস কোম্পানি, জাপান এর ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য জাপানি রাষ্ট্রদূত কে পত্র প্রেরণের জন্য ২০/১০/২০২০ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এবিএল এর উৎপাদিত/সংযোজিত মোটর সাইকেল পিপিআর ২০০৮ এর ধারা ৭৬(১)(ছ) অনুযায়ী যাতে ডিপিএম এ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন সরকারি দপ্তর, পরিদপ্তর, অধিদপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ ক্রয় করে এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে নির্দেশনা জারি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ২০-০৯-২০২০ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১১-১০-২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব কে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ১৫-১০-২০২০ তারিখে এবিএল-এর উৎপাদিত/সংযোজিত মোটরসাইকেল পিপিআর ২০০৮ এর ধারা ৭৬(১)(ছ) অনুযায়ী ডিপিএম ক্রয়ের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর ক্রয় পরিকল্পনায় জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফেকচারিং কোম্পানি এর ট্রান্সফরমারসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ডিপিএম এ ক্রয়ের নিমিত্ত বরাদ্দ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিউবো কে ৩০/০৯/২০২০ তারিখ পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান (ডেসা, ডেসকো, বিআরইবি, বিপিডিবি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কোম্পানি, ওয়াসা, গ্যাস কোম্পানি ইত্যাদি) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। **বিএসএফআইসি :** ➢ চিনিকলে চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত রিফাইন্ড সালফার সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিএসপি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিএসইসি ও অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।	➢ আখ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পদ্মা অয়েল কোং লি. হতে কীটনাশক ক্রয় করা হয়। ➢ চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেণউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি., বিটাক (ঢাকা, খুলনা) ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরি/মেরামত করা হয়। ➢ নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ➢ BSFIC নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।	
১৫.	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmacuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন **(নির্দেশনা নং-১৫)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	‡ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাধীন বাউসিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ২১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পটি স্থাপিত হয় এবং ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৮ হতে - জুন ২০২১	• "এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্প পার্ক (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। • অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৫৪২১.৫৬ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৮৪%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** ▪ প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, বাউন্ডারী ওয়াল,সোল্ডারিংসহ রাস্তা, সারফেস ড্রেন, ক্রস ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ, প্রশাসনিক ভবন, বিদ্যুৎ লাইন, ফায়ার স্টেশন, ফায়ার স্টেশনের জন্য ওয়াটার রিজার্ভার (২টি), ফায়ার ফাইটিং এরেঞ্জমেন্ট, পুলিশ ফাঁড়ি, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার (২টি), পানি সরবরাহ পাইপ লাইন, গভীর নলকূপ স্থাপন (২টি) ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ▪ প্রকল্পের সিইটিপি,ইনসিনারেটর ও ডাম্পিং ইয়ার্ড বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির উদ্যোগে ও অর্থায়নে নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি (বিএপিআই) কর্তৃক গঠিত “API Industrial Park Services Ltd.” কোম্পানি নামে একটি কোম্পানি গঠন করেছে। গত ২৫-০৩-২০২০ তারিখে সিইটিপি নির্মাণে নিয়োজিত ভারতীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান “Ramky Environment Services Ltd.” এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি মোতাবেক উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সিইটিপি ইনসিনারেটর ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জায়গা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজ শুরু করেছে এবং কাজটি চলমান রয়েছে। ▪ প্রকল্পের মেইন আউটলেট ড্রেন নির্মাণ কাজ ৩৮% সম্পন্ন হয়েছে। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি: কর্তৃক গ্যাস সরবরাহ লাইনের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। বর্তমানে মূল্যায়ন কাজ শেষ।	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
১৬.	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ **(নির্দেশনা নং-১৬)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	• "চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা" প্রকল্পের ৪র্থ সংশোধিত ডিপিপি গত ২৪/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। • চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে হাজারীবাগস্থ ট্যানারি শিল্প সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১২৩টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০২১	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১০১৫৫৬.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৯৬৯৭.২৬ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৮৮% এবং বাস্তব ৯৯%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** • প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, প্রশাসনিক ভবন (১ম ও ২য় পর্ব), পুলিশ ফাঁড়ি, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার, প্রবেশ সড়ক, ড্রেন-কালভার্ট, পানি সরবরাহ পাইপ লাইন, কেন্দ্রীয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ লাইন, গ্যাস লাইন, রিজার্ভার (২টি), সাব স্টেশন ও জেনারেটর স্থাপন, শিল্প নগরীর বাউন্ডারী ওয়াল ও কমন ইউটিলিটিজ এরিয়ার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মার্ণ কাজ ইতোমমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। • সাইন বোর্ডসহ মেইনগেট ৯০% সম্পন্ন হয়েছে, স্ট্রিট লাইট স্থাপন ৯৫%, সিসিটিভি স্থাপন ৯৫%, লিফট স্থাপন ১৫%, ইলেকট্রিক ফ্লোমিটার স্থাপন ৫৫%, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মার্ণ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। • ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ ২টির মধ্যে একটির কাজ ৮৫% ও অপরটির কাজ ৭৫% সম্পন্ন হয়েছে। • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ ক্যাটাগরির ফায়ার স্টেশন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ৩১-০৩-২০২০ তারিখে ডিমান্ড নোটের অর্থ জমা দেয়া হয়েছে। • প্রকল্পের আওতায় ল্যাবের Automation এর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।	বিসিক
১৭.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা) **(নির্দেশনা নং-১৭)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	• ৫ (পাঁচ) টি জেলা যথা: (১) ফরিদপুর, (২) রংপুর, (৩) ময়মনসিংহ, (৪) কক্সবাজার ও (৫) কুমিল্লায় বিএসটিআই এর আঞ্চলিক অফিস সম্প্রসারন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ **:** জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৯।	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৫১৪৪.৫০ লক্ষ টাকা। • বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। • ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৭৭০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৮৫৯.১৬ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হার : আর্থিক ৯৪.৪৫%, বাস্তব ১০০%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ভবনসমূহের নির্মাণকাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। ল্যাবরেটরিসমূহের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কার্যক্রম চলছে। ফরিদপুর কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারে নির্মিত অফিস ভবন গত ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। <u>প্রকল্পটির ডিসেম্বর ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।</u> **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত হয়েছে বিধায় এটি বাস্তবায়নাধীন তালিকা হতে বাদ দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে গত ২৩ মার্চ ২০২০ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এ বিষয়ে এখনও কোন নির্দেশনা পাওয়া**	বিএসটিআই।

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				যায়নি।	
১৮.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ **(নির্দেশনা নং-১৮)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কাযক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম: বিএসটিআই কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রসেস ফুডের মান নিয়ন্ত্রণ কাযক্রমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। বিএসটিআই মানসনদের আওতাভুক্ত বাধ্যতামুলক ১৮১ টি পণ্যের মধ্যে কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যসহ (বাটার, কনডেন্সড মিল্ক, হানি, চকোলেট, আইসক্রিম, চানাচুর, কেক ইত্যাদি) মোট পণ্যের সংখ্যা ৭৬টি। যার মধ্যে কৃষিপণ্য ৪টি ও খাদ্যজাত পণ্য ৭২টি। করোনা পরিস্থিতিতে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সকল উৎপাদক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে/হচ্ছে। পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআইয়ের জরুরী সেবা কার্যক্রম এবং আমদানিকৃত পন্যের নমুণা সংগ্রহ, পরীক্ষন ও লাইসেন্স/ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে।	বিএসটিআই।
১৯.	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃ চালুকরণ **(নির্দেশনা নং-১৯)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	**বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা :** ● মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৬ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় ঢাকার মিরপুরস্থ BISFL কে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ● উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজয়পুরস্থ সাদামাটি প্রকল্পের উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করতঃ বর্তমান বাজার	**(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :** নির্দেশনার ০৮(২) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। **(২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি. :** নির্দেশনার ০৮(৫) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। **(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম) :** প্রতিশ্রুতির ৭নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। **(৪) ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. :** নির্দেশনার ০৮(৪) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। **(৫) বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা।** বিআইএসএফ কারখানাটি অন্য কোথাও স্থানান্তরের বিষয়ে গঠিত কমিটি আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের খসড়া প্রণয়ন করেছে। ● খসড়া সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর মতামতের জন্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ● তন্মধ্যে তিনটি বিভাগ থেকে মতামত পাওয়া গেছে। অন্যান্য বিভাগের মতামত পাওয়া গেলে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। ● পাশাপাশি বিআইএসএফ-কে ৩/৪ বছর চালু রাখার জন্য আরএপি (Rehabilitation Action Plan) প্রণয়ন করা হচ্ছে।	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			চাহিদার আলোকে গাজীপুরের খিলগাঁও নারায়নকূল মৌজায় প্রায় ৪২ একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে		
২০.	চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে। **(নির্দেশনা নং-২০)**	১২/০৪/২০০৯		• অনুমোদিত ১ লক্ষ (°১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১০৭৭৯২.৭৯০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়। সমুদয় চিনি বিক্রয় করা হয়েছে। • শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ১.০০ লক্ষ (± ১০%) মে.টন চিনি আমদানির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)-কে বলা হয়। সে অনুযায়ী বিএসএফআইসি এ বিষয়ে ২৯.০১.২০২০ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করে। ১৪-০৩-২০২০ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সংস্থার অর্থ সংকট থাকায় এবং কোনভাবেই অর্থের সংস্থান করতে না পারায় উক্ত ক্রয় কার্যটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পূর্বের আমদানিকৃত সমুদয় চিনি (১০৭৭৯২.৭৯০ মে. টন) বিক্রয় হয়ে যাওয়ায় এবং সংস্থার অর্থ সংকটের কারণে নতুনভাবে চিনি আমদানি করা সম্ভব নয় বিধায় বিষয়টি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে চলমান তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ২৭/১০/২০২০ তারিখের ৩৬.০৪.০০০০. ০৫১. ১৬.০০৮.২০-৫২২ নং স্মারকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এখনও কোন নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।	বিএসএফআইসি
২১.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা **(নির্দেশনা নং-২১)**	১২/০৪/২০০৯	• "নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক ১ম সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে • বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।	• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৭৩.৪১ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৩% এবং বাস্তব ১৬%। **<u>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</u>** •North Bengal Sugar Mills (NBSM) এর ২টি প্যাকেজ NBSM-1 এর জন্য গত ১৩-০৯-২০১৮ তারিখ ও NBSM-2 এর জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে গৃহীত দরপত্র বাতিল করার প্রেক্ষিতে ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে পুনরায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ২৫/০২/২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পুনরায় ডিপিপির কিছু অংশ সংশোধন করে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হলে সেমতে পুনরায় ডিপিপি সংশোধন করে ২২/০৩/২০২০ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত গত ৩০ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং- ২০.০৫.০০০০.৫১২.১৪.০৫৯.২০১১.(অংশ-২)-১০১ তারিখ ১২-০৮-২০২০ অনুযায়ী ১০টি বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জবাব বিএসএফআইসি	বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				কর্তৃক ১৩/০৯/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ➢ শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ২য় সংশোধিত আরডিপিপি ২২-০৯-২০২০ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাথে প্রকল্প পরিচালকের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। ➢ প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে উক্ত নির্দেশনাটি প্রতিপালন করা সম্ভবপর হবে।	
২২.	র-সুগার আমদানি **(নির্দেশনা নং-২২)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.		"ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন" এবং "নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের সাথে প্রতিটিতে ৪০,০০০ মে.টন বিবেচনায় মোট ৮০,০০০ মে.টন পরিশোধিত চিনি উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে বর্ণিত প্রকল্পদ্বয় বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত র'সুগার এর প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।	বিএসএফআইসি
২৩.	রুগ্ন শিল্পের পুর্নবাসন **(নির্দেশনা নং-২৩)**	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরুপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরূপণ ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম কর্তৃক একটি গবেষণা প্রস্তাব সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা প্রস্তাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম।
২৪.	"রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে" **(নির্দেশনা নং-২৪)**	২২/০৫/২০১৮		➢ বিএসএফআইসি'র অধীন কোন রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। ➢ বর্তমানে ১৫টি চিনিকল, ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ও একটি জৈবসার কারখানাসহ মোট ১৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ➢ কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এবং রেনউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠান দু'টো লাভজনক । ➢ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করার লক্ষ্যে ডাইভারসিফাইড পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত ঠাকুরগাঁও চিনিকল এবং নর্থবেঙ্গল চিনিকলে ২টি প্রকল্প অনুমোদনাধীন। ➢ "রাজশাহী চিনিকলে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বোতলজাতকরণ এবং পাল্প প্লান্ট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি ১০-০৮-২০২০ তারিখে যাচাই কমিটি'র সিদ্ধান্তমতে বিএসএফআইসি ও বে-সরকারি বিনিয়োগকারী কর্তৃক joint venture পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান ও তথ্য-উপাত্ত সংশোধনের জন্য বলা হয় । যা সংশোধন কাজ চলমান। ➢ কেরু অ্যান্ড কোম্পানীতে একটি আধুনিক "অনুজীব ল্যাবরেটরি স্থাপন ও কেরু ডিষ্টিলারি কারখানার জন্য একটি ইটিপি স্থাপন" প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনামতে ডিষ্টিলারি কারখানার জন্য ইটিপি প্রকল্প স্থাপনার কাজে কেরু ডিষ্টিলারির ইফ্লুয়েন্ট/বর্জ্য বুয়েট, ঢাকাতে অ্যানালাইসিস করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য পাওয়ার পরে ডিপিপি প্রণয়ন কাজ শুরু করা হবে। ➢ ১১টি চিনিকলে (পচিক, ঠাচিক, সেচিক, জচিক, রচিক,নবেচিক, রাচিক, কুচিক, মোচিক, ফচিক, কেরু অ্যান্ড কোঃ (বিডি) লি.) এর রাস্তা সংলগ্ন জমিতে বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত আছে। ➢ এ বিষয়ে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
২৫.	আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে। **(নির্দেশনা নং-২৫)**	২২/৫/২০১৮ খ্রি.	‡ “ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	➢ “ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্পে বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্লান্ট সন্নিবেশিত আছে। তাই বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়ন সাপেক্ষে সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের পরিকল্পনা রয়েছে। ➢ বিট চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সুগারবিট চাষ করা হচ্ছে। এ চাষে বীজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্স ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী, পাবনা এর সাথে যোগাযোগ আছে। ➢ বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্স ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী, পাবনা হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষাবাদ সম্ভব। সুগার বিট ব্যবহারের প্লান্ট/ক্ষেত্র না থাকায় ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে না।	বিএসএফআইসি
২৬.	রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন **(নির্দেশনা নং-২৬)**	০৭/১১/২০১৭	বেজার মিরেরসরাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর হতে ১০০ একর জমিতে লেদার শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু রাজশাহীতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল না থাকায় বিসিক হতে পুঠিয়া উপজেলায় বেলপুকুর ইউনিয়নস্থ স্বরূপনগর ও ধাদাসভূইয়া পাড়া মৌজায় ১০০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর উপর নির্মিত ব্রুসবার ৩ ও ৪ এর মধ্যবর্তী স্থানে ৮টি মৌজায় ১০৮৩.৯৭ একর জমিতে বিসিক মাল্টিসেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সিরাজগঞ্জ-২ নামে প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে মোট ১০টি জোন থেকে রাজশাহী অঞ্চলের চামড়া শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য একটি ট্যানারী জোনে সংস্থান রাখা হবে।	▪ বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ৭৭৫৩০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ মেয়াদে ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ২৯-০৭-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। গত ১৮-১০-২০২০ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ▪ বিসিক লেদার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই চট্টগ্রাম স্থাপনের নিমিত্ত ৩২২.৭০ একর জমি বরাদ্দের জমির ডাউন পেমেন্ট বাবদ মোট মূল্যের ১% আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করার শর্ত রয়েছে। ডাউনপেমেন্ট ১৬৮.০০ লক্ষ টাকাসহ জমি বরাদ্দের আবেদন করার বিষয়টি বিসিক বোর্ড সভা কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। জমি বরাদ্দের আবেদনপত্র ২৪-১২-২০১৯ তারিখে বেজা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৩২২.৭০ একর জমির মূল্য ধরে ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক গত ০৮-০১-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি এর উপর গত ০৯-০২-২০২০ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং বিসিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল অবকাঠানোগত সুবিধাসহ বাস্তবতার নিরিখে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	বিসিক
২৭.	সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ **(নির্দেশনা নং-২৭)**	০৬/১১/২০১৮	বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে “বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে।	বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে “বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ৭.০৯ একর জমির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পের জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্বিন্যাসের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ‡ গত ৩০-০৯-২০১৯ তারিখে প্রস্তাবিত “বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা” প্রকল্পের উপর যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিইটিপি, ডাম্পিং ইয়ার্ড ও	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এর জন্য প্রয়োজনীয় ড্রইং, ডিজাইন এবং বিস্তারিত প্রাক্কলন প্রণয়নের জন্য বুয়েটকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু বুয়েট এ বিষয়ে আলাদাভাবে চুক্তি হওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছে যা এ মুহূর্তে সম্ভব নয় বিধায় বিসিকের পরিকল্পনা বিভাগ হতে compliance গুলো প্রতিপালন করে ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৯-০২-২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১১-১১-২০২০ তারিখে প্রকল্পের জনবল কাঠামোর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	
২৮.	চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ **(নির্দেশনা নং-২৮)**	০৬/১১/২০১৮	এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	নিরাপদ ও মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে চামড়া ছাড়ানোর বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে কসাইদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ■ এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজনের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বরাবরে অনুরোধ জানিয়ে গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ■ "বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা"তে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি লেদার ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য শিল্পনগরীতে ২.৪১ একর জায়গার সংস্থান রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে। ■ চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রস্তাবিত চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধনী) তে অন্তর্ভুক্ত করা হলে পরিকল্পনা কমিশন গত ০৭-০৮-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় এ ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ডিপিপি থেকে বাদ দিতে নির্দেশনা প্রদান করে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তবে "বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা"তে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি লেদার ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য শিল্প নগরীতে ২.৪১ একর জায়গার সংস্থান রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে।	বিসিক

বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০২.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/পুকুর/লেক/ খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৩.	"দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্ঠির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"	০৫/৩/২০১৮ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৪.	যেসব জমি অনুর্বর অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৫.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বারোপ, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৬.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিন প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।			-	বাস্তবায়িত
০৭.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলেটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থ্রু স্ট্রেংদেনিং ইন্সটিটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ডস, মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি ফেজ-২।			-	বাস্তবায়িত
০৮.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।			-	বাস্তবায়িত
০৯.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডের নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।			-	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
১০.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।			-	বাস্তবায়িত
১১.	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১২.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।			-	বাস্তবায়িত
১৩.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।			-	বাস্তবায়িত
১৪.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৫.	মঙ্গা এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৬.	রাষ্ট্রায়ত্ব ২টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৭.	"শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." এবং "নর্থ-ওয়েস্ট ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." শীর্ষক প্রকল্পদ্বয় গ্রহণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৮.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭ (সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।			-	বাস্তবায়িত
১৯.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
২০.	কেরুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাড হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।			-	বাস্তবায়িত
২১.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২২.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ণ প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২৩.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy			-	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৭
	Standards & Labeling (BRESL).				
২৪.	কারখানার শ্রমিকদের চাকরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।			-	বাস্তবায়িত
২৫.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৬.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৭.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
২৮.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।			-	বাস্তবায়িত
২৯.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।			-	বাস্তবায়িত
৩০.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশবেতগঞ্জে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
৩১.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।			-	বাস্তবায়িত
৩২.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)।			-	বাস্তবায়িত

নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতি

নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত

ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত কৌশলগত উদ্দেশ্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	৩.৩ দক্ষ, সেবামূখী ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন	দক্ষ, সেবামূখী প্রশাসন গড়ার নিমিত্তে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি নিম্নরূপ: ❖ সিটিজেন চার্টার: দপ্তর/সংস্থাসহ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী প্রতিশ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান করছে। ❖ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। ❖ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদ ও আরো যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ❖ এপিএ যথাযথভাবে ও যথাসময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণপূর্বক ওয়ার্কিং এপিএ (working APA) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিমাসে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এপিএ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ওয়ার্কিং এপিএ-তে উল্লেখিত বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষগণ তাদের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করে থাকেন। ❖ সরকারের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা (Individual Action Plan IAP) প্রণয়ন : শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অর্থবছরের শুরুতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রত্যেক কর্মকর্তার IAP প্রণীত হওয়ায় সকলের মধ্যে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পন্ন করার একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ❖ শিল্প মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থায় এপিএ, ওয়ার্কিং এপিএ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা ও শুদ্ধাচার কৌশল যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ফলে সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি খাতে এটি একটি ইতিবাচক পরিবর্তন । ❖ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু ও সেবাগ্রহীতাদের মতামত নেয়া হচ্ছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত কৌশলগত উদ্দেশ্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		ই-ফাইলে শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবরই ১ম-৪র্থ স্থান অর্জন করছে। ❖ ❖ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২য় স্থান অর্জন করেছে এবং দক্ষতার সাথে এটি বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সম্মাননাপত্র প্রাপ্ত হয়েছে।
২.	৩.৫ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স	• প্রতি বছর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক আয়কর প্রদান করা হচ্ছে। • অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু ও সেবাগ্রাহকের মতামত নেয়া হচ্ছে। • মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল ইনভেন্টরি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করা হচ্ছে। • সরকারি ক্রয় খাতে স্বচ্ছতা আনয়নে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৬০% ক্রয় ইলেকট্রনিক টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে । • অর্থবছরের শুরুতেই বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং উহা ১০০ %বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। • কর্মকর্তা কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরা প্রবর্তন করা হয়েছে। • শিল্প মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থায় আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় অডিট কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭০% অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। • তথ্য অধিকার আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
৩.	৩.১০ আমার গ্রাম আমার শহর	• দেশে ১৭৭ টি অঞ্চলে ক্লাস্টার ভিত্তিতে শিল্পায়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন করে গ্রাম উন্নয়ন করা হচ্ছে। • প্রান্তিক, দলিত সম্প্রদায় ও নৃ-গোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ১০,০৭৪ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও ব্যবসায়ে সক্ষম করে তোলা হয়েছে। • মৌচাষ সম্প্রসারণ ও লবণ উৎপাদনের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৬০০ মে. টন মধু ও ১৫.৭০ লাখ টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। • বিসিকে ৭৯টি শিল্পনগরী ও ৪টি শিল্পপার্ক স্থাপনের মাধ্যমে নতুন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং মান উন্নয়ন ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করা হচ্ছে । • গ্রাম পর্যায়ে বিসিআইসির সার ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও ব্যবসা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
৪.	৩.১১ তরুণ যুব সমাজ	• বিসিক, বিসিআইসি, এসএমই ফাউন্ডেশন, বিআইএম, বিটাকের মাধ্যমে ১৩৩২৮ জন যুবক তরুণদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • বিটাকের সেপা (Self Employment and Poverty Alleviation) প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০১ জন নারী উদ্যোক্তা তৈরী করা হয়েছে এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত কৌশলগত উদ্দেশ্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৫.	৩.১৪ কৃষি খাদ্য পুষ্টি	• বিসিআইসি কর্তৃক ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি উৎপাদন ও আমদানির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৮ লাখ মে. টন ইউরিয়া উৎপাদন ও ১৭ লাখ মে. টন ইউরিয়া আমদানি করা হয়েছে। • লবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ ও ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সংযোজনের মাধ্যমে খাদ্যের পুষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৮.০৬ লক্ষ মে. টন লবণে আয়োডিন সমৃদ্ধকরণ এবং ২১.৯৭ মে. টন ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সংযোজনের মাধ্যমে খাদ্যের পুষ্টি উন্নয়ন করা হয়েছে। • খাদ্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে বিএসটিআই নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৮০ টি পণ্যের মানের সামঞ্জস্য বিধান ও ২৬৮৭ পণ্যের সার্টিফিকেশন মার্কস প্রদান করা হয়েছে। • গত অর্থবছরে লবণ উৎপাদন হয়েছে ১৫.৭০ লক্ষ মে.টন। দেশে লবণের কোন ঘাটতি নেই। লবণের আকর্ষিক মূল্য বৃদ্ধির গুজব তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিহত করে জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
৬.	৩.১৬ শিল্প উন্নয়ন	• সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য বিভিন্ন জেলায় ১ম পর্যায়ে ১৩টি ও ২য় পর্যায়ে ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান আছে । • পরিবেশবান্ধব, জ্বালানি সাশ্রয়ী, বছরে প্রায় ১০ লক্ষ মে.টন ইউরিয়া উৎপাদনক্ষম নতুন "ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানা স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। • ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য স্থানান্তরের জন্য ২টি গুদাম (টঙ্গি ও শ্যামপুর) নির্মাণকাজ চলমান আছে। এর পাশাপাশি কেমিক্যাল ব্যবসায়ীদের স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের জন্য "বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। • বিসিআইসির আওতাধীন ইউরিয়া ফরমালডিহাইড-৮৫ স্থাপন ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ্যামোনিয়া সালফেট সার কারখানা স্থাপনে প্রি ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে।
৭.	৩.২২ সমুদ্র বিজয়	জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়ন: এ শিল্পের উন্নয়নে বরগুনা জেলার তালতলীতে ১০৫ একর জমির উপর জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার চরনিশানবাড়ীয়া ও মধুপাড়া মৌজায় ১০০ একর জমিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে।
৮.	৩.২৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষা	• সাভারে পরিবেশবান্ধব আধুনিক সিইটিপি (Common Effluent Treatment Plant) সমৃদ্ধ চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত কৌশলগত উদ্দেশ্য	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
		• বিএসএফআইসি, বিসিক ও বিসিআইসি কর্তৃক সিইটিপি/ইটিপি সমৃদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে। • বর্তমানে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিইটিপি/ইটিপি ব্যতিত কোন শিল্প কারখানা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে না। • প্রধান বয়লার পরির্দশকের মাধ্যমে দেশে নিরাপদ বয়লার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। • চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার শিপ রিসাইক্লিং জোনে অবস্থিত জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প কারখানাগুলোকে পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে শিপ রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটি প্ল্যান (SRFP) প্রণয়নে সহায়তা দেয়া হয়েছে। এর আওতায় ইতোমধ্যে ৭৫টি প্রতিষ্ঠান হংকং কনভেনশন অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ে কর্মপরিকল্পনা জমা দিয়েছে। মন্ত্রণালয় ৫৮টি কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন দিয়েছে। • নরওয়েজিয়ান সরকার এবং আইএমও'র সহায়তায় সীতাকুন্ড শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের বর্জ্য ট্রিটমেন্ট, স্টোরেজ ও ডিসপোজালের জন্য আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা বা TSDF স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডে নির্গত বর্জ্য ছাড়াও আশেপাশের এলাকার সরকারি-বেসরকারি শিল্প-কারখানার বর্জ্যও পরিশোধন করা যাবে।